দৈনিক বাংলা

19 APR 1989
পৃষ্ঠা 1 কলাম 7

রাজশাহী ভার্সিটিতে ছাত্র সংঘর্ষ : নিহত ১ : আহত ৩৫

(সংবাদদাতা)

রাজশাহী, ১৮ই এপ্রিল।— আজ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই দল ছাত্রের এক সংঘর্ষে ১ জন ছাত্র নিহত এবং কমপক্ষে ৩৫ জন আহত হয়েছে। নিহত ছাত্রের নাম মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম। সে গণিত দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। নিহত শফিক ইসলামী ছাত্র শিবির মতিহার হল শাখার সাধারণ সম্পাদক।

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

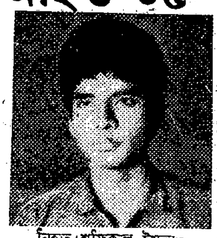

নিহত শফিকুল ইসলাম

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

(প্রথম পৃঃ পর)

বুকে গুলি লাগলে তাকে হাসপাতালে নেয়ার পর সে মারা যায়। আহতদের মধ্যে ৯ জনকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদের মধ্যে গুলিবিদ্ধ শিবিরকর্মী নাসিম ও সাত্তারের অবস্থা আশংকাজনক বলে জানা গেছে। শিবিরের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলামও এই সংঘর্ষে আহত হয়।

সংঘর্ষের সূত্রপাত হয় সকাল পৌনে ১১টায় শহীদুল্লাহ কলাভবনের সামনে। দুজন সহপাঠীর মধ্যে কথা কাটাকাটির জের হিসাবে এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বেধে যায়। সহপাঠি দুজনের একজন হলেন শিবির কর্মী এবং অন্যজন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের। দেখতে দেখতে সংঘর্ষ সমগ্র ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়ে। এ সময়ে কমপক্ষে ২০ রাউন্ড গুলি এবং ৩০ থেকে ৩৫টি বোমা বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা ৩ জন ছাত্রকে মুখোশ পরে রিভলবার ও কাটা রাইফেল দিয়ে গুলি বর্ষণ করতে দেখেছে। এই সংঘর্ষে রিভলবার, কাটা রাইফেল, ছোরা, রামদা এবং হকি স্টিক ব্যবহার করা হয়েছে। এই ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আতংকজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বেলা ১২টার দিকে সংঘর্ষ হল পর্যায়ে ছড়িয়ে পড়লে শিবির কর্মীরা জোহা এবং আমির আলী হলে অবস্থান নেয় এবং হলের গেট বন্ধ করে দেয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে ইসলামী ছাত্র শিবির আগামীকাল বুধবার রাজশাহীতে অর্ধ দিবস হরতাল আহবান করেছে।

দৈনিক বাংলা

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 19 APR 1989
পৃষ্ঠা 1 কলাম 7

রাজশাহী ভার্সিটিতে

সংঘর্ষ শুরুর প্রায় ১ ঘন্টা পর পুলিশ ক্যাম্পাসে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। গোটা এলাকায় এখন থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। যে-কোন মুহূর্তে নতুন করে সংঘর্ষ বেধে যেতে পারে বলে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা আশংকা করছেন। সন্ধ্যা নাগাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৫০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী হল ছেড়ে চলে গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আজ বুধবার থেকে ২১শে মে পর্যন্ত রমজান ও গ্রীষ্মের ছুটি ঘোষণা করেছেন ও ছাত্রদেরকে বুধবার সকাল ৯টার মধ্যে হল ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের চলতি সকল পরীক্ষাও ৪ঠা মে পর্যন্ত স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে।

রাকসুর সহসভাপতি রাগীব আহসান মুন্না এই ঘটনাকে শিবিরের উস্কানির পরিণতি বলে মন্তব্য করেছে। অন্যদিকে, শিবিরের পক্ষ থেকে এই সংঘর্ষের জন্য ছাত্র সংগ্রাম পরিষদকে দায়ী করা হয়েছে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি শিবির কর্মী মোহাম্মদ শফিকুল ইসলামের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ এবং এই হিংসাত্মক ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত দাবী করেছে।

শিশু নিহত

সংঘর্ষে আহত ছাত্রদের হাসপাতালে নেয়ার পথে এ্যাম্বুলেন্সে চাপা পড়ে একটি অজ্ঞাতনামা শিশু মারা গেছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে।

ঢাকায় প্রতিবাদ সভা

ইসলামী ছাত্র শিবির তাদের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় নেতা শফিকুল ইসলাম হত্যার প্রতিবাদে গতকাল ঢাকায় এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে। এতে সংগঠনের সভাপতি শামসুল ইসলাম এবং সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম বক্তৃতা করেন। বক্তাগণ অভিযোগ করেন, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ নামধারী সশস্ত্র ব্যক্তিরা সারা দেশে একের পর এক হত্যাকান্ড চালিয়ে যাচেছ। তারা অবিলম্বে হত্যাকান্ডের সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানান। সভার পর একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। খবর বিজ্ঞপ্তির।

আব্বাস আলী খান

জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খান এক বিবৃতিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সশস্ত্র ব্যক্তিদের গুলি বর্ষণে ছাত্র শিবির কর্মী শফিকুল ইসলামের নিহত ও অপর চার জনের আহত হওয়ার ঘটনার নিন্দা করেছেন। তিনি উক্ত ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষী ব্যক্তিদের উপযুক্ত শাস্তি দাবী করেছেন।

শিবিরই দায়ী: ছাত্রলীগ

বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি ও ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক জনাব মুশতাক হোসেন এবং ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব নাজমুল হক প্রধান এক যুক্ত বিবৃতিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে গুলিবর্ষণ, ছাত্রহত্যা ও সন্ত্রাসের জন্যে ছাত্র শিবিরকে দায়ী করেছেন। তারা বলেন, মঙ্গলবার অসংখ্য সশস্ত্র বহিরাগত নিয়ে শিবির কর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে বিনা উস্কানিতে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতা-কর্মী ও রাকসু নেতৃবৃন্দের ওপর হামলা চালায়। এই সশস্ত্র হামলা চলাকালে তাদের নিজস্ব গুলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র নিহত হওয়াসহ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের অসংখ্য নেতা ও কর্মী আহত হয়। ছাত্র নেতৃবৃন্দ এই ঘটনার নিন্দা করেছেন।

পৃথক এক বিবৃতিতে বাংলাদেশ ছাত্র মৈত্রীর নেতৃবৃন্দ উক্ত ঘটনার জন্যে শিবিরকে দায়ী করে শিবিরের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ছাত্র-শিক্ষকদের প্রতি আহবান জানান।